অল্পত্ব ঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে যে স্বরগুলি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় তাহাকেই অল্পত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অল্পত্ব দুই প্রকারের—(ক) অনভ্যাস মূলকঅল্পত্ব, (খ) লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব।

(ক) **অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব** ঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটিকে মীড়ের মাধ্যমে দুর্বলভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল বা এড়াইয়া চলিবার যে প্রয়াস ইহাকে অনভ্যাসমূলক অল্পত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—বেহাগের 'রে' ও 'ধ', অবরোহে শঙ্করার 'ধ' ও হামীরের 'নি'।

(খ) **লঙ্ঘনমূলক অল্পত্ব** ঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটিকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া হয় এবং সেই স্বরটির স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাখা হয় উক্ত স্বরটিকে লঙ্ঘনমূলক অল্পত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—আসাবরী ও হিন্দোলের 'নি' এবং কামোদের 'গ'।

বহুত্ব ঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে রাগরূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য যে যে স্বরগুলি বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় তাহাকেই বহুত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। বহুত্ব দুই প্রকারের—(ক) অভ্যাসমূলক বহুত্ব (খ) অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব।

(ক) **অভ্যাসমূলক বহুত্ব** ঃ—রাগে ব্যবহৃত বাদী, সমবাদী ও অনুবাদী স্বরগুলির মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ স্বরকে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়া রাগের স্বরূপ পরিস্ফুট করা হয় ইহাকে অভ্যাসমূলক বহুত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—ইমনের 'গ' 'নি' ও 'প'। হামীরের 'প' ও 'ধ'। পরজের 'নি' শঙ্করার 'সা' 'গ' 'প' ও 'নি'।

(খ) **অলঙ্ঘনমূলক বহুত্ব** ঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটিকে লঙ্ঘন করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং লঙ্ঘনের ফলে রাগরূপ ব্যহত হয় উক্ত স্বরটিকে অলঙ্ঘনমূলক বহুত্বের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—ইমনের তীব্র 'ম', কালেংড়ার 'ম' ও 'গ', বেহাগ ও শঙ্করার 'প'।